

সম্পাদকীয়



প্রতিশ্রুত সময়ে মুক্তাশ্বেষা প্রকাশে অপারগতার জন্যে প্রথমেই পাঠকের কাছে সবিনয় ক্ষমা চাই। আর্থিক দীনতা ছাড়াও, আমাদের কিছু সাংগঠনিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটিও বিলম্বের কারণ। পত্রিকার বন্টন ব্যবস্থাতেও কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে।

সেকুলারিজমের (secularism) বাংলা করা হয় ইহজাগতিকতা, কেউ কেউ লিখেন ধর্মনিরপেক্ষতা, আমাদের আদি '৭২-এর সংবিধানে এই পরিভাষাটিই গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের একাধিক অনুচ্ছেদে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার সত্যিকার চেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল যার একটির কথা মুক্তাশ্বেষার এই সংখ্যায় মাওলানা হোসেন আলী তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ওই অনুচ্ছেদগুলো ছোট্টে ফেলা হয়েছিল; তবে উচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক এক রায়ের ফলে কর্তৃত্ব অংশগুলিকে সংবিধানে পুনঃস্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে, এক কথায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম হয়েছে। কিছুদিন আগে হাইকোর্ট ৭ম সংশোধনীকেও অবৈধ ঘোষণা করেছেন। আমরা বরাবরই একটা সেকুলার রাষ্ট্র চেয়েছি, চেয়েছি সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা – যা আজও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বর্তমান সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর অকপট স্বীকারোক্তিই তা প্রমাণ করে। তাঁর ভাষ্যে – ‘আমরা সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারিনি, তবে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছি।’ এটি যে কটরপন্থী মোল্লাতন্ত্রের চাপের কাছে নতি স্বীকার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা সেকুলার রাষ্ট্র গঠনের জন্যে '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিটির বাস্তবায়নও জরুরী। ইতোমধ্যে, এ লক্ষ্যে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, আমরা আরও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ আশা করি।

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঘাটতি সর্বজনবিদিত। এ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে এরই মধ্যে আমাদের দেশের একদল বিজ্ঞানীর হাতে পাটের জিনোম সিকোয়েন্স উদ্ঘাটন সত্যিই এক বিরাট ঘটনা। আমাদের আশা, নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে, পাটের অতীত সোনালি দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে- শুধু চাই গবেষকদের নিষ্ঠা ও সরকারের সহযোগিতা।

আমরা একাধিকবার প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা দিয়েছি যে মুক্তাশ্বেষার প্রচলিত অর্থে ‘দল-নির্ভর’ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই – এখানে রাজনীতি সংক্রান্ত কোন প্রবন্ধ বা আলোচনা সাধারণত প্রকাশিত হয় না। তবে মুক্তাশ্বেষার সাথে যাঁরা জড়িত তারা যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শে আস্থাবান হতে পারেন, কিংবা দলীয় রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারীও হতে বাধা নেই। আমরা রাজনীতি বিমুখ নই – রাজনীতি বিষয়ক কোন সমস্যা যা জনজীবনকে স্পর্শ করে বা তাদের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারকে সঙ্কুচিত করে সে সব বিষয় নিয়ে একাডেমিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক রচনা অবশ্যই আমাদের পাতায় স্থান পাবে, যা আমরা বরাবর করে আসছি। এসব ক্ষেত্রে মুক্তাশ্বেষা সব সময় উচ্চকণ্ঠ; অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

মুক্তাশ্বেষা মুক্তবুদ্ধি-বিকাশের আন্দোলন, বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-শিক্ষাচর্চার আন্দোলন, সেকুলার উদারমনা শোষণহীন যুক্তিবাদী সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলন। এই আন্দোলনে যে কেউ, যে কোন উদারমনা সামাজিক-সাংস্কৃতিক, এমন কি রাজনৈতিক সংগঠনও শরিক হতে পারেন, সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারেন, যারা অবশ্য বিশ্বাস করেন:

“জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ
যুক্তি যেখানে আড়ষ্ট
মুক্তি সেখানে অসম্ভব”

এ সংখ্যাটি প্রকাশের মাধ্যমে মুক্তাশ্বেষা নানা সঙ্কটের মধ্যেও চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল। অনিবার্য কিছু কারণে আবারও মুক্তাশ্বেষার ঠিকানা বদল হল। একই কারণে ই-মেল আইডিতেও কিছুটা পরিবর্তন আনতে হল। বিগত বছরগুলোতে আমরা সম্মানিত গ্রাহক-পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করি, সামনের দিনগুলোতেও তা অব্যাহত থাকবে।